আল-আহাদীছুল মুনতাখাবাহ
(নির্বাচিত হাদীছগুচ্ছ)

সংকলন

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব;
অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
➢ ভূমিকা	৪
➢ প্রথম অধ্যায়	৫
➢ দ্বিতীয় অধ্যায়	১০
➢ তৃতীয় অধ্যায়	১৮
➢ চতুর্থ অধ্যায়	২৮
➢ পঞ্চম অধ্যায়	৪১
➢ ষষ্ঠ অধ্যায়	৫৫

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, ছাহাবায়ে কেরাম হ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের পথের সকল পথিকের উপর। ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে, হাদীছ। কুরআন এবং হাদীছ উভয়ের সমন্বয়েই ইসলাম। এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরতে পারলে কস্মিনকালেও কেউ পথভ্রষ্ট হবে না *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৮৭৪, 'ছহীহ')*। সেজন্য, এতদুভয়ের জ্ঞানার্জন প্রত্যেকটি মুসলিমের উপর যরূরী। বিশেষ করে ভালো আলেম হতে হলে পবিত্র কুরআন মুখস্থের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে হাদীছের একটি বড় অংশ মুখস্থ করতে হয়। সেকথা মাথায় রেখে সংকলনটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ সংকলন করা হয়েছে এবং এর নাম দেয়া হয়েছে **আল-আহাদীছুল মুনতাখাবাহ** বা 'চয়নকৃত হাদীছগুচ্ছ'। এতে ছোট ছোট অথচ অতীব দরকারী হাদীছগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যাতে মুখস্থ করতে সহজ হয়। সংকলনটির বেশিরভাগ হাদীছই ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য হাদীছগ্রন্থ থেকে সংকলিত হাদীছগুলোও ছহীহ। অন্যান্য গ্রন্থের হাদীছসমূহের শেষে হাদীছের মান বলে দেওয়া হয়েছে।

হাদীছের এই সংকলনটি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমদের জন্যও উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবূল করুন। আমীন!

বিনীত

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

প্রথম অধ্যায়

١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

হাদীছ নং-১: আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয' *(সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২২৪, 'ছহীহ')*।

٢. عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

হাদীছ নং-২: উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭)*।

٣. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

হাদীছ নং-৩: মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত্ব'ইম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৬)*।

٤. عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হাদীছ নং-৪: হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫)*।

٥. عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হাদীছ নং-৫: জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে দয়া করে না, তার উপর দয়া করা হয় না' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩১৮)*।

٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হাদীছ নং-৬: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬০৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬)*।

٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হাদীছ নং-৭: আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ 'হে আল্লাহ! আমি পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৩২২; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৫)*।

٨. عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «غُفْرَانَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

হাদীছ নং-৮: আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, غُفْرَانَكَ '(হে আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি' *(সুনানে তিরমিযী, হা/৭)*।